আমাদের সময়

তারিখ 05 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংশ্লিষ্ট কমিটিকে প্রধানমন্ত্রী

বেতন দ্বিগুণ করার পরও কেন অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নতুন পে-স্কেলে বেতন দ্বিগুণ করার পরও বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ কেন– জানতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যেসব কর্মকর্তা (সচিব) বেতন বৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্ন রাখেন গতকাল এক বৈঠকে।

অষ্টম বেতন কাঠামোতে একাধিক মহলের পক্ষ থেকে বৈষম্যের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় বিষয়টি নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বেতন কাঠামো নিয়ে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মধ্যে গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে 'বেতন বৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'তে থাকা কয়েকজন সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

বেতন দ্বিগুণ করার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) তিনি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত একজন মন্ত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমাদের সময়কে একথা জানান।

তিনি আরও জানান, সচিবদের সঙ্গে বৈঠকের আগে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্য বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ অনির্ধারিত আলোচনায় বলেন, বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটি গঠনের পর একটি সভা হলেও সেই সভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন বেতন কাঠামোর গেজেটে উল্লেখ ছিল না। নতুন বেতন কাঠামোতে শুধু শিক্ষক নয়, ক্যাডার-নন ক্যাডার বৈষম্য করা হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন বাণিজ্যমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও সিদ্ধান্ত গেজেটে নেই বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানান। আলোচনায় অন্য মন্ত্রীরাও মতামত দেন।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তারা সচিবের মর্যাদা চান। সচিবদের সঙ্গে কী তাদের (অধ্যাপক) তুলনা চলে? ড. আনিসুজ্জামানকে কি কোনো সচিবের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা যেহেতু সচিব হতে চায় তাদের চাকরির বয়স কমিয়ে সচিবদের সমান ৫৯ বছর করে দেন। তারা কথায় কথায় সচিব সচিব করেন। তবে তারা সচিবই হোন। সচিবরা যেমন অফিস করেন, তারাও ঠিকমতো ক্লাস করান কিনা তা দেখুন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি থেকে অবসরের বয়স ৬৫ বছর।

অষ্টম বেতন কাঠামোতে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করে আসছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিএস শিক্ষকসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

গত ১৫ ডিসেম্বর অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর গেজেট জারি করে সরকার। নতুন পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাদ দেওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিসিএস শিক্ষকদের বেতন আগের তুলনায় কয়েক ধাপ নিচে নেমে গেছে বলে অভিযোগ করে আসছেন শিক্ষকরা। বৈষম্যের কথা বলছেন প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৬টি ক্যাডার (প্রশাসন ছাড়া) ও বিভিন্ন ফাংশনাল সার্ভিসের কর্মকর্তারা।